করোনা-উত্তর বিশ্বে সফল হওয়ার ৮ জব স্কিল

মইন উদ্দীন মাহ্‌মুদ

কভিড-১৯ করোনা মহামারীর কারণে সার বিশ্ব মোটামুটিভাবে লকডাউন অবস্থায় আছে দীর্ঘদিন ধরে। বেশিরভাগ লোকই লকডাউন অবস্থায় বাসা থেকেই অফিসের কাজ করছেন অনলাইনে। করোনাভাইরাস-উত্তর আমাদের কর্মক্ষেত্রগুলো কেমন হতে পারে তা ভেবে হয়তো আমরা অনেকেই বিস্মিত হতে পারি। কর্মক্ষেত্রের অনেকেই হয়তো চাকরি হারিয়েছেন, আবার অনেকেই অনলাইনেই বাসা থেকে অফিসের কাজ করে যাচ্ছেন।

কভিড-১৯ করোনাভাইরাস নিয়ন্ত্রণের পর বিশ্ব কেমন করে ট্রান্সফর্ম করবে সে সম্পর্কে অনেকেরই কোনো ধারণা নেই। অর্থাৎ কর্মক্ষেত্রের বিষয়গুলো সবার কাছে অজানা রয়ে গেছে। তবে বিষয়গুলো যে ঠিক আগের অবস্থায় ফিরে আসবে এমনটি হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কভিড-১৯ করোনা মহামারীর পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমাদের কর্মক্ষেত্রগুলো বদলে যাওয়ার সম্ভাবনা যেমন রয়েছে তেমনই কোম্পানিগুলোর জন্য দরকার হতে পারে সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য দক্ষ জনবলের। কভিট-১৯ মহামারী-উত্তর প্রযুক্তিবিশ্বে সফল হওয়ার জন্য যেসব পেশার দক্ষতা সবচেয়ে বেশি চাহিদাসম্পন্ন হতে পারে তেমন কিছু পেশার কথা এ লেখায় উল্লেখ করা হয়েছে।

করোনাভাইরাস-উত্তর বিশ্বে সাফল্যের জন্য সবচেয়ে চাহিদাসম্পন্ন জব স্কিল

করোনাভাইরাস-উত্তর বিশ্বে সাফল্যের জন্য আপনাকে কিছু জব স্কিলে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। তবে আপনার ক্যারিয়ারের সাফল্যের জন্য নিচে বর্ণিত কাজে দক্ষতা অর্জন করতে হবে :

১. প্রযুক্তি এবং শিল্পে তাদের প্রভাব

আমরা সবাই প্রযুক্তি দিয়ে পরিবেষ্টিত। সব জায়গায় প্রযুক্তির ছোঁয়া লেগে আছে এবং কোম্পানিগুলো প্রযুক্তিতে প্রচুর পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগ করে আসছে। ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠানগুলো আরো উন্নতি লাভ করতে, বিক্রি বাড়াতে এবং রেভিনিউ বাড়ানোর জন্য প্রচণ্ড চেষ্টা করছে।

গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্ট্যাটিস্টা ২০১৪ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত প্রযুক্তিতে বিশ্বব্যাপী বাজার খরচের ওপর এক জরিপ ফলাফল প্রকাশ করে।

গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে, ২০১৯ সালে কোম্পানিগুলো প্রযুক্তিতে ৩ বিলিয়ন ডলারের বেশি খরচ করেছে। লক্ষণীয়, প্রযুক্তি বাজারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল :

- টেলিকমিউনিকেশন সার্ভিস
- আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স
- সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন
- কমপিউটার যন্ত্রাংশ
- হার্ডওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ
- সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন
- কমিউনিকেশন ইক্যুইপমেন্ট

তবে যাই হোক, চাকরির বাজারে নিজেকে আরো ভালোভাবে উপস্থাপন করতে চাইলে আপনাকে শিখতে হবে নতুন প্রযুক্তি এবং বাজারে তাদের প্রভাব। আপনার অর্জিত এ জ্ঞান হিউম্যান রিসোর্স তথা এইচআর এবং নিয়োগকারীদের দেখিয়ে আপনার কাজের ব্যক্তিত্বকে উন্নত করতে পারেন। আপনি শিল্পের প্রবণতা এবং পরিবর্তনের প্রভাব যে বোঝেন তাও তুলে ধরুন।

প্রযুক্তি বিশ্বকে এক নতুন রূপ দিচ্ছে। এজন্য গুগল, অ্যামাজন, মাইক্রোসফট এবং অন্যরা নতুন প্রযুক্তি উন্নয়ন এবং বিদ্যমান পণ্য আপডেট করছে। সুতরাং আপনি যদি প্রযুক্তি উন্নয়নের সাথে সমানতালে না চলেন তাহলে করোনাভাইরাস-উত্তর বিশ্বে এক কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবেন।

২. ডিজিটাল মার্কেটিং স্কিল

প্রযুক্তি এখন বিশ্বজুড়ে। তাই বলা যায়, আমরা এখন আছি ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনের যুগে। আর এ কারণে ব্যবসায়ের জন্য ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে দক্ষ হওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ। ডিজিটাল মার্কেটিং হলো অনলাইন মার্কেটিংয়ের কৌশলগুলো কাজে পরিণত করা যাতে বিনিয়োগের রিটার্ন (ROIs) উন্নত হয়। এটি নিম্নলিখিত ব্যবহারগুলো পরিবেষ্টন করে আছে :

- মোবাইল মার্কেটিং
- ভিডিও কনটেন্ট মার্কেটিং
- ই-মেইল মার্কেটিং
- স্যোশাল মিডিয়া মার্কেটিং
- সার্চ ইঞ্জিন মার্কেটিং (এসইএম)
- সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন (এসইও)
- ব্লগিং/কনটেন্ট মার্কেটিং

এসব বাজারে ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজনীয়তার চাহিদা সবচেয়ে বেশি। সুতরাং আপনি যদি কোনো চাকরির খোঁজ করেন এবং কভার লেটারে এসব জব স্কিল অন্তর্ভুক্ত করে সিভিতে সংযুক্ত করেন, তাহলে কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে লোভনীয় চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি হবে।

আপনার জমা দেয়া অ্যাপ্লিকেশনে কোন জব স্কিল উল্লেখ করা হয়েছে তা জানতে কিছু নিয়োগদানকারী পয়েন্ট তৈরি করেন। নিয়োগদানকারীরা দেখতে চান আপনার কাজের দক্ষতার লিস্ট এবং কাজের অভিজ্ঞতার উদাহরণ। এই কাজের দক্ষতা নিয়োগকর্তাদেরকে ইঙ্গিত দেবে যে আপনি তাদের ব্র্যান্ডগুলো সফল কোম্পানিতে ট্রান্সফরম করতে সহায়তা করতে পারেন।

করোনাভাইরাসের পরের মাসগুলো বেকারদের জন্য সহজ হবে না। সুতরাং কাজের জন্য যদি প্রয়োজনীয় দক্ষতা থাকে অথবা কাজের সাথে সম্পর্কিত দক্ষতার একটি লিস্ট যদি থাকে তাহলে কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা আপনার বেশি। তবে এর বিপরীতটি যদি আপনার জন্য সত্য হয়, তাহলে বিকল্প অপশনগুলো মূল্যায়ন করার সময় এখন।

সুতরাং আপনার বর্তমান দক্ষতা উন্নত করার দরকার আছে কিনা অথবা কভিড-১৯ বিশ্বের পরে কাজের জন্য দক্ষতার একটি নতুন লিস্ট অর্জন করতে হবে কিনা তা দেখতে স্কিল সেট পরীক্ষা করুন। কিছু অনলাইন কোর্স নতুন কাজের দক্ষতা অর্জন করতে শেখাতে এবং এনহ্যান্স করতে সহায়তা করতে পারে।

৩. আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্ট এবং মেশিন লার্নিং

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) হলো একটি সাধারণ ধারণা যেখানে মেশিন বিভিন্ন ধরনের কাজ বুদ্ধিমত্তার সাথে কার্যকর করতে পারে। বিশেষজ্ঞেরা এটিকে executing projects smartly হিসেবে বিবেচনা করেন। অন্যদিকে মেশিন লার্নিং হলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের অংশ অথবা এআইয়ের একটি ক্ষেত্র যা রোবটকে তথ্যে অ্যাক্সেস দেয় এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিজেদেরকে শিক্ষিত করতে সুযোগ দেয়।

মেশিন লার্নিং কমপিউটার প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্টে ফোকাস করে। তবে এআই প্রযুক্তিগত সমস্যাগুলো মোকাবেলা করার জন্য ব্যবহার করে মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সক্ষমতা। এভাবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্ট এবং মেশিন লার্নিং কাজ করে হাতে হাতে।

কোম্পানির নিয়োগকর্তারা এ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের নিয়োগের জন্য অনুসন্ধান করছেন। উদাহরণস্বরূপ, Jobs of Tomorrow এর ২০২০ সালের রিপোর্টে ভবিষ্যতের চাকরি সম্পর্কে এক মজার তথ্য ইঙ্গিত করে। এটি ডাটা সায়েন্স এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে ভবিষ্যতের সেরা চাকরি হিসেবে ইঙ্গিত করে।

৪. ডাটা সায়েন্স/ডাটা সায়েন্টিস্ট

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের জ্বালানি হিসেবে ডাটা প্রতিটি কোম্পানির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পত্তি। সঠিক তথ্যসহ কোম্পানিগুলো ভবিষ্যতে ব্যবসায়িক বাধাগুলোর প্রভাব সম্পর্কে আরো ভালোভাবে পূর্বাভাস দিতে সক্ষম এবং কোনো মহামারী চলাকালীন বা তার পরে গ্রাহককে সঠিক পণ্য এবং সার্ভিস দিতে সক্ষম।

২০২০ সালে অন্যতম এক শীর্ষ উদীয়মান চাকরির একটি হিসেবে ডাটা সায়েন্টিস্টদের চাহিদা অনেক। প্রতিটি ইন্ডাস্ট্রি লাভবান হয় তথ্য দিয়ে। বিপণনকারীদের আরো উন্নত মার্কেটিংয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম করতে আমাদের সবার দরকার বিভিন্ন উদ্যোগের তথ্য। ডাটা সায়েন্স এবং মেশিন লার্নিংয়ের জ্ঞানের সমন্বয় যদি ঘটে, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এদের চাকরির চাহিদা শীর্ষ পাঁচের মধ্যে অবস্থান করবে।

৫. সমস্যা সমাধানের দক্ষতা

ইন্টারপার্সোনাল বা আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা সমস্যা সমাধানের দক্ষতা হিসেবে পরিচিত চাকরিপ্রার্থীদের জন্য সফট স্কিল এক দারুণ উদাহরণ। এটি আপনাকে অফার করে ব্যবসায়ে জটিল সমস্যাগুলোর সমাধান এবং দক্ষতার সাথে চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতি মোকাবেলা করার উপায়।

সমস্যার সমাধান আরো ভালো করে বোঝার জন্য নিচে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানের বৈশিষ্ট্যগুলো বিবেচনা করুন :

- গবেষণা
- অ্যানালিটিকস
- সৃজনশীলতা
- সক্রিয়ভাবে শোনা
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ

শীর্ষ কোম্পানিগুলো সম্ভাব্য প্রার্থীদের কাছ থেকে মার্কেটিংয়ে দক্ষ যোগ্য বা প্রশংসাপত্রগুলো খোঁজ করে। উদাহরণস্বরূপ, কনটেন্ট মার্কেটিং, এসইও, সোশ্যাল মিডিয়া এবং ই-মেইল মার্কেটিংয়ের উপরে উল্লিখিত তালিকাভুক্ত সমস্যা সমাধানের দক্ষতা দাবি করে।

চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগদানের ক্ষেত্রে হিউম্যান রিসোর্স পার্সোনাল হলো এ ধরনের নীতির এক জটিল মানদণ্ড। সুতরাং আপনার সফট স্কিল উন্নত করার ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বৃদ্ধিতে ফোকাস করা নিশ্চিত করুন।

৬. অভিযোজনযোগ্যতা এবং নমনীয়তা

একটি বিষয় নিশ্চিত, যেভাবে কোম্পানিগুলো পরিচালিত হয় এবং কাজ করে থাকে তা দ্রুতগতিতে পরিবর্তন হতে যাচ্ছে। বিশ্ব ইতোমধ্যে দ্রুতগতিতে বদলে যেতে শুরু করেছিল ঠিকই তবে কভিড-১৯ করোনাভাইরাসের কারণে তা আরো ত্বরান্বিত হয়। এই পরিবর্তিত পরিবেশে কিছু পেশা হবে 'জীবনের জন্য কাজ'। করোনাভাইরাস-উত্তর বিশ্বে সফলতা অর্জন করার জন্য দরকার চির-বিকাশমান কর্মক্ষেত্রগুলোর সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার সক্ষমতা। সেই সাথে থাকতে হবে তাদের কর্মদক্ষতা ক্রমাগতভাবে আপডেট ও রিফ্রেশ করার ক্ষমতা।

৭. প্রযুক্তির ব্যবহারিক জ্ঞান

করোনাভাইরাসপরবর্তী বিশ্বের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার সেরা উপায়গুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হলো যুগোপযোগী প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জন করা। কভিড-১৯ করোনাভাইরাস কোম্পানিগুলোতে ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন দ্রুত ট্র্যাক করছে, কারণ তারা ভবিষ্যতে প্রাদুর্ভাব এবং বাধাগুলোর প্রতি অধিকতর স্থিতিস্থাপক হওয়ার চেষ্টা করছে। বাস্তবতা হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বিগ ডাটা, ইন্টারনেট অব থিংস, ভার্চুয়াল এবং অগমেন্টেড রিয়েলিটি এবং রোবটিক্স ব্যবসায়গুলোকে ভবিষ্যতের মহামারীর প্রতি আরো দৃঢ়তর করে এবং যেকেউ কোম্পানিগুলোকে কাজে লাগাতে সহায়তা করতে পারে এমন কোম্পানিগুলো একটি দারুণ অবস্থানে থাকবে। করোনাভাইরাসের পরে কোনো কারখানায় বা অ্যাকাউন্টিং অফিসে কাজ করেন না কেন আপনাকে এই প্রযুক্তিগত টুলগুলোর সাথে কার্যকরভাবে কাজ করতে সক্ষম হওয়া প্রয়োজন।

৮. লিডারশিপ

মেশিনের সহায়তায় অন্যতম এক দারুণ পরিবর্তন হয় যেখানে সামাজিক দূরত্ব এবং ঘরের কাজ অদূর ভবিষ্যতের জন্য অব্যাহত থাকতে পারে। এখানে একটি অর্গানাইজেশনের সব স্তরের আরো বেশি লোক এমন অবস্থানে থাকবে যেখান থেকে তারা অন্যদেরকে নেতৃত্ব দেয়। গিগ অর্থনীতি শুধু করোনাভাইরাসের পর বিকাশ লাভ করতে চলছে এবং লোকেরা আরো সাবলীল দলগুলোতে কাজ করবে যেখানে লোকেরা বিভিন্ন সময়ে নেতৃত্ব দেবে। নেতৃত্বে দৃঢ়তায় দক্ষ পেশাদারেরা কীভাবে সেরা দল আনতে পারবে এবং দলকে অনুপ্রাণিত করার পাশাপাশি সহযোগিতাকে উৎসাহিত করবে সেগুলোর চাহিদা থাকবে বেশি কজ

ফিডব্যাক : mahmood_sw@yahoo.com